ভালো কাজ,
ধারাবাহিকতা এবং এগিয়ে চলা

পূর্ব-অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি –

নিজে শেখা দক্ষতার জন্যে সনদ প্রাপ্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি

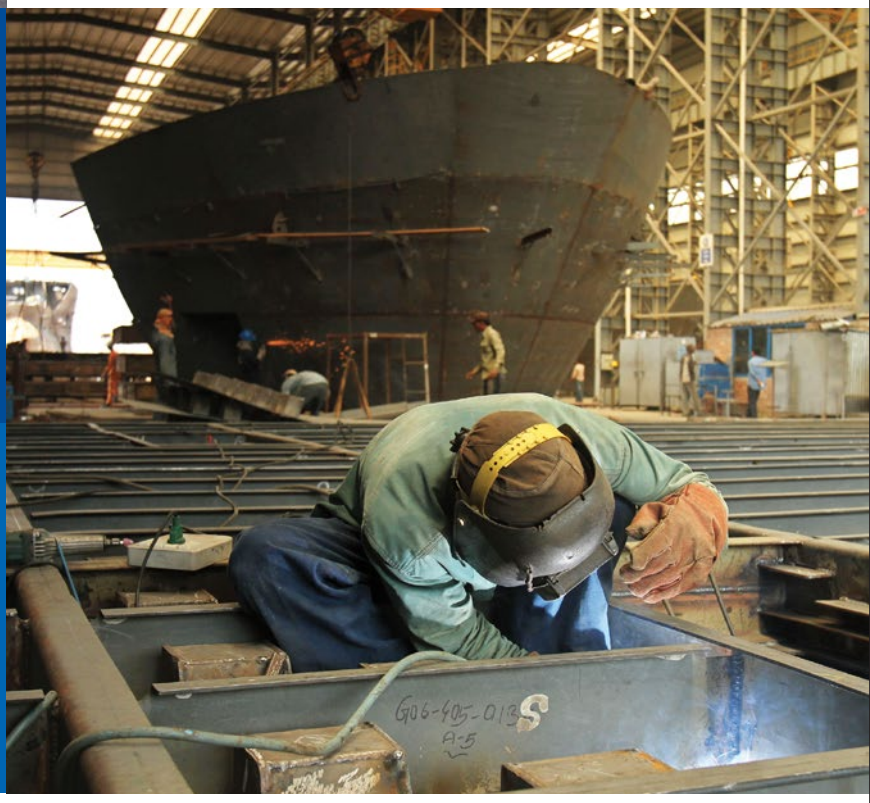

Canada

International Labour Organization

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেশিরভাগ কর্মসংস্থান অনানুষ্ঠানিক খাতে হয়ে থাকে । এই কারণে বেশিরভাগ কর্মীই অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমেই দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন করে। এর পাশাপাশি অনেকে পারিবারিকভাবে দক্ষতাগুলো পেয়ে থাকে, যেখানে একটি নির্দিষ্ট কাজ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ঐতিহ্যগতভাবে চলে আসে। যেমন, কাঠমিস্ত্রি, শিল্পী ও কামার ইত্যাদি। এর মানে হলো, দক্ষ কর্মীদের একটা বিশাল অংশ কোনপ্রকার আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষন ও স্বীকৃতি ছাড়াই দক্ষতা অর্জন করে থাকে। তবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি না থাকায় এই দক্ষ কর্মীদের দেশে বা দেশের বাইরে কাজের জন্য দক্ষতার স্বীকৃতির প্রয়োজন পড়লে এটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

রিকগনিশন অব প্রাইওর লার্নিং (RPL) বা পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি হলো কাজের বা অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষন বা জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বা এই তিনটির বা কোন একটির সমন্বয়ে অর্জিত ব্যক্তির জ্ঞান এবং দক্ষতার প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি। একজন মানুষ ন্যাশনাল টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন্স ফ্রেইমওয়ার্ক (NTVQF) অনুসারে যোগ্যতার বিপরীতে যে দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন করেছেন এ থেকে সেটা আনুষ্ঠানিক রূপ পায়। আরপিএল একজন ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিক যোগ্যতা কাঠামোতে সুযোগ প্রদান করে এবং ফলে ব্যক্তি চাকুরী পরিবর্তন কিংবা চাকুরীতে উচ্চতর পদের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

কানাডা সরকারের আর্থিক সহায়তায় আইএলও-এর বাংলাদেশ স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড প্রোডাক্টিভিটি (B-SEP) প্রকল্প আরপিএল পদ্ধতিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা ও এর মাধ্যমে প্রবাসী শ্রমিকসহ ২৫০০ কর্মীকে সনদপত্র দেওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে (বিটিইবি) সহায়তা দিয়েছে।

এই প্রকাশনাতে এ পর্যন্ত যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। কীভাবে এই পদক্ষেপকে আরও বিস্তৃত করা যায় এবং কীভাবে একে আরও প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেয়া যায়, সে বিষয়গুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

এনএসডিপি এর কর্ম-পরিকল্পনা অনুসারে আরপিএল-এর প্রসারের জন্য - আরপিএল পদ্ধতিতে পাঁচ বছরে (২০১৭-২০২১) ৮০,০০০ জনকে (প্রবাসী কর্মীসহ) সনদ প্রদান করা হবে।

এ পর্যন্ত যা করা হয়েছে

এর আগে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সহায়তায় আইএলও এর (TVET Reform) প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১১ সালের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালাতে (এনএসডিপি) আরপিএল পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০১১ সালে এনএসডিপিতে আরপিএল যুক্ত করার পর দক্ষ কর্মীদের মান যাচাই ও সনদ প্রদান নিশ্চিত করতে একটি মান নিশ্চিতকরণ নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়।

আরপিএল পদ্ধতিকে পরীক্ষামূলক ভাবে চালু করার জন্যে প্রাথমিকভাবে ১৫ টি ট্রেড বা পেশাকে বেছে নেয়া হয় । বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ২০টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার বা পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে নিবন্ধিত করা হয়।

B-SEP প্রকল্পের সহায়তায় বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বিটিইবি) নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (RTO) আরপিএল পরিচালনার প্রয়োজনীয় ধাপগুলো বুঝিয়ে দেয়ার জন্য দিক-নির্দেশনামূলক একটি আরপিএল অপারেশনাল গাইডলাইন তৈরি করে। শুধুমাত্র বিটিইবি নিবন্ধিত শিল্পকারখানায় কর্মরত পরীক্ষক দ্বারাই নির্ধারিত ট্রেড/পেশার মান যাচাই করা যাবে। নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ/পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্যে রেফারেন্স হিসেবে এই অপারেশনাল নির্দেশিকা বিটিইবির ওয়েবসাইটে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দেওয়া আছে।

প্রকল্পের মাধ্যমে নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ/পরীক্ষা কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আরপিএল বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

B-SEP প্রকল্প ২৫টি নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ/পরীক্ষা কেন্দ্রকে (RTO) বিটিইবির নির্দেশনা অনুসারে আরপিএল পরিচালনার ব্যাপারে সহায়তা করছে। ২,৫০০ জন দক্ষ কর্মী আরপিএল এর মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন বলে বিবেচিত হন এবং বিটিইবির কর্তৃক আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি অর্জন করেন। STEP প্রকল্পের মাধ্যমে ১০,০০০ এর বেশি দক্ষ কর্মীকে পূর্ব-শিক্ষার স্বীকৃতি (RPL) পদ্ধতিতে এনটিভিকিউএফ সনদ দেওয়া হয়। এটা এনটিভিকিউএফ পদ্ধতির প্রসারের দিক থেকে এটা বিটিইবি একটি বড় আর্জন। এতে এক দিকে এনটিভিকিউএফ-এর যোগ্যতার মাত্রা দেখা গেছে, আবার বিভিন্ন খাতের পেশারও বিস্তার ঘটেছে।

আরপিএলকে প্রতিষ্ঠানিক রুপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য B-SEP প্রকল্প বিটিইবির সক্ষমতা তৈরির সাথে সাথে অন্যান্য প্রকল্পের সাথে সমন্বয় সাধন করছে। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে "দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ উন্নয়ন প্রকল্প (STEP)"।

প্রবাসী কর্মীদের জন্যে আইএলও এর মাইগ্রেশন ও স্কিলস কর্মসূচীর সাথে যৌথভাবে আরপিএল এর কর্ম-পরিকল্পনা নিয়ে একটি খসড়া সংস্করণ তৈরি করা হয়।

গত এক বছরের সনদপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট ও প্রশিক্ষক এবং মান যাচাইকারীদের থেকে বোঝা যায়, বাজারের চাহিদা অনুসারে মান সরবরাহ করার ক্ষেত্রে আগের পাঁচ বছরের তুলনায় বিটিইবি ও এনটিভিকিউএফ এর সক্ষমতা উলেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

কীভাবে এই পদ্ধতির পুনঃপ্রয়োগ করা যায়

দক্ষ কর্মীদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করতে আরপিএল পদ্ধতি সুযোগ তৈরি করে দেয়। এই পদ্ধতিতে আনুষ্ঠানিক সনদ প্রদানের জন্য নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ/পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো যে পদক্ষেপগুলো নিতে পারে তা হলো:

অনুমোদিত প্রশিক্ষণ/পরীক্ষা কেন্দ্র হিসাবে নিবন্ধণ
নির্দিষ্ট ট্রেডে/পেশার জন্য আরপিএল প্রক্রিয়া পরিচালনা করা ও পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করার জন্যে ইনস্টিটিউটকে প্রথমে ঐ ট্রেডে/পেশার জন্য বিটিইবি-এর অধিভুক্ত একটি নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ/পরীক্ষা কেন্দ্র (RTO) হতে হবে।

আরপিএল সম্পর্কে সচেতনতা ও প্রচারনা
দক্ষ ও যোগ্য কর্মীদেরকে আরপিএল-এর প্রতি আগ্রহী ও অংশগ্রহনের জন্য বিজ্ঞপ্তি বা স্থানীয় গণমাধ্যমের সাহায্যে প্রচারণা চালানোর জন্য প্রশিক্ষণ/পরীক্ষা কেন্দ্রকে উদ্যোগ নিতে হবে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিটিই), জনশক্তি প্রশিক্ষন ও কর্মসংস্থান ব্যুরো (বিএমইটি), ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (আইএসসি), মালিক ও শ্রমিক সংগঠন সহ অন্যান্য দক্ষতা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইট/গণমাধ্যমের সাথে বিটিইবির সম্পর্ক আরো নিবিড় করা উচিৎ। যে-কোনো বিজ্ঞাপনে মহিলা ও প্রতিবন্ধীদেরকে আবেদন করার ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে উৎসাহ দিতে হবে।

প্রাথমিক যাচাই ও বাছাই
আরপিএল এ উৎসাহী ও নিবন্ধিত দক্ষ কর্মীদের সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাদের মৌলিক স্বাক্ষরতা ও গণনাযোগ্যতার মাত্রা এবং বিটিইবির নির্ধারিত দক্ষতার মাপকাঠি অনুসারে দক্ষতা যাচাই করে একটি প্রাথমিক বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রার্থীদেরকে খুঁজে বের করা। এই বাছাই প্রক্রিয়ায় কোনো প্রার্থী উত্তীর্ণ হলে তাকে আরপিএল-এর মান যাচাই এর জন্যে নিবন্ধিত করা ।

সবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা
নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ/পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো যাতে সকলের জন্য উপযুক্ত হয় সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়। মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ, টয়লেট, প্রবেশগম্যতা ইত্যাদি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবস্থাপনা এবং প্রয়োজনে আবাসন প্রস্তুত রাখা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে শারিরীকভাবে সহায়তা করতে হতে পারে। আবার যাদের দৃষ্টি বা বাকশক্তির দূর্বলতা আছে তাদেরও বিশেষায়িত সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে। কেন্দ্রগুলোকে প্রতিবন্ধীদের উপযোগী করার ব্যাপারে তথ্য পাওয়া যাবে এখানেথ।

আরপিএল এর উপর প্রাথমিক ধারনা বা ওরিয়েনটেশন এর ব্যবস্থা
নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ/পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোকে যোগ্যতার মাপকাঠি অনুযায়ী উপযুক্ত তথ্য প্রদান, পারফরম্যান্সের মাপকাঠি, প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞান এবং মান যাচাই প্রক্রিয়া (মান যাচাইয়ের নমুনা প্রদর্শন করতে হবে) সম্পর্কে ২-৩ দিন ব্যাপী ওরিয়েন্টেশন আয়োজন করতে হবে। প্রার্থীকদেরকে ওরিয়েন্টেশন পর্বে অংশ নেওয়ার জন্য কেন্দ্রগুলো সরাসরি বা কোম্পানী/চাকুরিদাতা, শ্রমিক সংঘ, অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণদাতা বা এনজিওর মাধ্যমে জানানো বা যোগাযোগ করতে পারে। নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ/পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে এমন প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা থাকা উচিৎ যারা বিটিইবির নির্দেশনা অনুসারে যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মান যাচাই পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন।

বিটিইবি কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহন ও সনদ প্রদান
নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ/পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো পর্যাপ্ত সংখ্যক (১০/২০ জন) দক্ষ কর্মী আরপিএল এর জন্য প্রস্তুত করার পর বিটিইবি নির্ধারিত আবেদন ফরমসমুহ পূরন করে আরপিএল এর জন্য বিটিইবি বরাবর আবেদন করবে। নির্দিষ্ট ট্রেড/পেশার জন্য বিটিইবি নিবন্ধিত শিল্পকারখানায় কর্মরত পরিক্ষকসহ বিটিইবি প্রতিনিধি পূর্বনির্ধারিত তারিখে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হবেন। শিল্পকারখানায় কর্মরত পরিক্ষক বিটিইবি এর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নির্ধারিত মনদন্ডের ভিত্তিতে কর্মীর মান যাচাই করবেন । মান যাচাইয়ের পরে বিটিইবি উত্তীর্ণ দক্ষ কর্মীদের সনদ প্রদান করবে ও অন্যদের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান করবে।

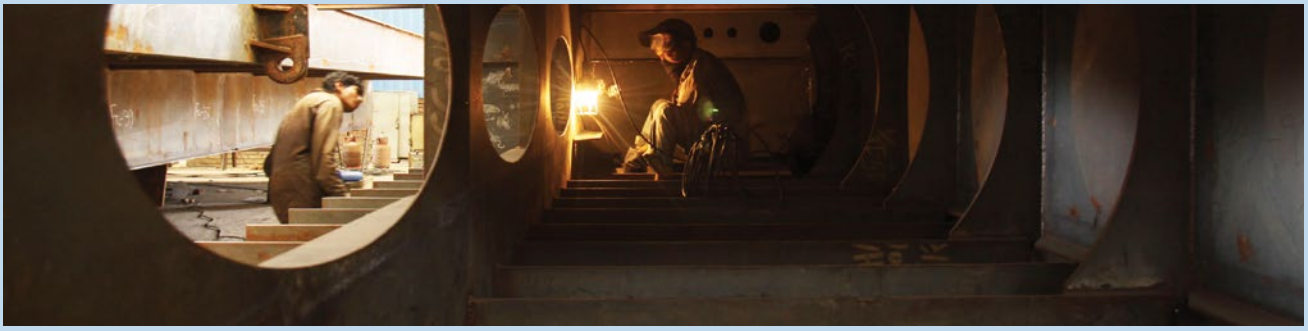

প্রসার ঘটানো ও স্থায়িত্বের জন্যে যা করা প্রয়োজন

চাকুরির বাজার অনুযায়ী দক্ষ কর্মী তৈরী ও সরবরাহের জন্য আরপিএল একটি কার্যকরী প্রক্রিয়া। একে আরো জনপ্রিয় করা ও এর ব্যপক প্রসার ঘটানোর জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর আরো জোরালো পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবেঃ

এনএসডিসি, বিটিইবি ও প্রশিক্ষণ/পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোকে আনুষ্ঠানিক বা অনুমোদিত সনদ না থাকা কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে হবে, যাতে তারা প্রশিক্ষণ/পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে জানতে পারে, যেখান থেকে তারা সনদপ্রাপ্ত হতে পারে। এর উদ্দেশ্য হলো দক্ষ কর্মী, চাকুরিদাতা ও প্রশিক্ষন প্রদানকারীরা যাতে সনদ প্রদানের নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে পারেন। সামাজিক অংশীদারদেরকে সচেতনতা তৈরি ও পদ্ধতিটিকে নির্দিষ্ট পেশায় দক্ষ দরিদ্র নারী, প্রতিবন্ধী, আদিবাসী তরুণ ইত্যাদির মতো সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর প্রচেষ্টায় যুক্ত করতে হবে। এসব সচেতনতা তৈরির কর্মসূচিতে এনএসডিসির অর্থায়ন থাকতে হবে।

সারা দেশে, বিশেষ করে দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে প্রশিক্ষণ/পরীক্ষা কেন্দ্র, মূল্যায়নকারী, ও পেশার সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং এসব কেন্দ্রের সক্ষমতা বাড়াতে হবে, যাতে এগুলোকে মান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলা যায়।

এনএসডিসি-এর উচিৎ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের অধীন প্রশিক্ষণ/পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো আরপিএল-এর মাধ্যমে সনদ প্রদান ও আরপিএল-এর জন্যে টেকসই, যথাযোগ্য অর্থায়ন প্রক্রিয়ার প্রবর্তনের জন্যে ট্রেড বা পেশা অনুযায়ী একটি সার্বজনীন বাজেট নির্ধারণ করা।

এনএসডিসি-এর উচিৎ একটি কার্যকরী নজরদারি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা তৈরি করা যাতে আরপিএল কার্যক্রম ও তার সুফল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ করা। এনটিভিকিউএফ সনদধারী কর্মীদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগের শর্ত প্রণয়নের জন্যে চাকুরিদাতাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা যাতে করে চাকুরিদাতা উপযুক্ত দক্ষ কর্মী সহজে পেতে পারেন।

ILO Country Office for Bangladesh
Block-F, Plot 17/B&C, Sher-E-Bangla Nagar
Administrative Zone, Agargaon, Dhaka-1207, Bangladesh

Tel: + 880 2 55045009
IP Phone: 880 9678777457
Fax: + 880 2 55045010

Web: ilo.org/bangladesh
Facebook: @ilobangladesh
Twitter: @ilobangladesh

Copyright© International Labor Organization 2018